যুগান্তর

তারিখ ... 19 NOV 2007
পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ১

বেসরকারি বিদ্যালয়ের জন্য নতুন বিধিমালা

মুশতাক আহমদ

দেশে শিক্ষাদানে নিয়োজিত সব ধরনের বেসরকারি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং কলেজের জন্য সরকার নতুন বিধিমালা তৈরি করেছে। বোববার শিক্ষা মন্ত্রণালয় ওই বিধিমালা এসআরও আকারে জারি করেছে। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, নতুন বিধিমালার অধীনে ইংরেজি মাধ্যমের সব ধরনের নার্সারি, কিন্ডারগার্টেন ছাড়াও প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং কলেজ পরিচালিত হবে। এই আইন জারির ফলে এর আগে বিদ্যমান 'বেসরকারি স্কুল (ইংরেজি মাধ্যম) রেজিস্ট্রেশন বিধিমালা ১৯৯৯' রহিত হবে। এখন থেকে রেজিস্ট্রিকৃত সব ইংরেজি মাধ্যম স্কুল এই আইনের অধীনে 'বেসরকারি বিদ্যালয়' হিসেবে গণ্য হবে। আর শর্ত লংঘনের দায়ে কখনও নিবন্ধন বাতিল হলে নতুন করে আবেদন করা যাবে।

শিক্ষা সচিব মোঃ মোমতাজুল ইসলাম বলেন, যথাসম্ভব শিক্ষাবান্ধব করে নতুন বিধিমালা তৈরি করা হয়েছে। এর ফলে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের অধিকার সংরক্ষিত হবে। শিক্ষার একটি সর্বজনীন পরিবেশ প্রতিষ্ঠিত হবে।

নামসর্বস্ব প্রতিষ্ঠান গড়া ও ডোনেশনের নামে গলাকাটা ফি আদায় করা যাবে না

প্রণীত নতুন বিধিমালায় বেসরকারি স্কুলগুলোর লাগামহীন শিক্ষা বাণিজ্য কঠোরতার সঙ্গে রোধের বিধিমালা রয়েছে। এর ফলে এখন থেকে আর নামে-বেনামে বা ডোনেশনের নামে গলাকাটা ফি আদায় করা যাবে না। কোন ধরনের সহশিক্ষা কার্যক্রম ও খেলাধুলার সুযোগ না রেখে নামসর্বস্ব ভবনে গড়া যাবে না প্রতিষ্ঠান। কিংবা ইচ্ছামতো শিক্ষার্থীও ভর্তি করা যাবে না। এক্ষেত্রে ছাত্র-শিক্ষকের নির্দিষ্ট অনুপাত মানতে হবে। ইচ্ছা হলেই খোলা যাবে না স্কুল বা কিন্ডারগার্টেন। এজন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষ থেকে সনদ নিতে হবে। আর সনদ প্রথমে সাময়িক পরে স্থায়ী হবে। আবার স্থায়ী সনদ মানে আজীবন ব্যবসার অনুমতি নয়। সার্বক্ষণিক একটি মনিটরিংয়ের ব্যবস্থা থাকবে। শর্ত ভঙ্গ করলে সনদ বাতিল হবে। আর স্থায়ী সনদের বয়স মাত্র ৫ বছর। আইনকে যথাসম্ভব উদার করা হয়েছে বলে জানান শিক্ষা সচিব।

আইনের ধারায় বলা হয়েছে, নার্সারি, কিন্ডারগার্টেন ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত হবে ১৫ : ১। নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক বা সমমানের বিদ্যালয়ে ২৫ : ১ এবং উচ্চ মাধ্যমিক বা সমমানের বিদ্যালয়ে বিধিমালা : পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৮

বিধিমালা : নতুন

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

৩০ : ১।

নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত যোগ্যতা সম্পন্নদের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হবে।

আবেদনের ৩০ দিনের মধ্যে সনদ পাবে। সাময়িক সনদ ২ বছর এবং স্থায়ী সনদ ৫ বছরের জন্য দেয়া হবে। পর্যাপ্ত পরিমাণ আয়তনসহ ভবন ও ভূমি থাকতে হবে।

পর্যাপ্ত সংখ্যক ক্লাসরুম, অধ্যক্ষ বা প্রধান শিক্ষকের অফিস, শিক্ষকদের অফিস, কর্মচারীদের অফিস, প্রয়োজনীয় ল্যাবরেটরি ও পৃথক অফিস থাকতে হবে। একটি লাইব্রেরি থাকতে হবে। লাইব্রেরিতে ৫শ' থেকে সর্বোচ্চ ৩ হাজার বই থাকতে হবে। শিক্ষদের বিশুদ্ধ পানি পানের ব্যবস্থা নিশ্চিত এবং স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট থাকতে হবে।

ভর্তির বিপরীতে ভর্তি নবায়ন বা পুনঃভর্তির নামে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে অনুমান বাবদ অর্থ আদায় করা যাবে না। তবে সহশিক্ষা কার্যক্রম, শিক্ষার্থীদের কোন বিশেষ সুবিধাদান বা উন্নতমানের যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্য ফি আদায় করা যাবে, কেননর জন্য নয়।

শিক্ষাবর্ষ সমাপ্তির ৩০ দিনের মধ্যে শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগের জন্য বাৎসরিক রিপোর্ট পেশ করতে হবে। ১১ সদস্যের গভর্নিং বডি থাকবে। যার মধ্যে একজন শিক্ষক ও একজন অভিভাবক প্রতিনিধি থাকবেন। প্রধান শিক্ষক হবেন সদস্য সচিব। বাকিরা উদ্যোক্তাদের মধ্য থেকে। কমিটির মেয়াদ প্রথম সভা থেকে ৩ বছর।